তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ

এই অধ্যায়ে মনুর আর এক পুত্র শর্যাতির বংশ বিবরণ এবং সুকন্যা ও রেবতীর আখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

বেদজ্ঞ শর্যাতি অঙ্গিরাদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কৃত্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন। একদিন শর্যাতি সুকন্যা নামক তাঁর কন্যা সহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে সুকন্যা বল্মীকের গর্তে দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখে, ঘটনাক্রমে সেই দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ বিদ্ধ করেন। বিদ্ধ করা মাত্রই সেই গর্ত থেকে রক্ত নিঃসৃত হতে থাকে। এদিকে রাজা শর্যাতি এবং তাঁর সঙ্গীগণের মল-মূত্র বন্ধ হয়ে যায়। তার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রাজা জানতে পারেন যে, সুকন্যাই সেই দুর্ভাগ্যের কারণ। তখন তিনি বহু স্তবের দ্বারা চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করেন, এবং অতি বৃদ্ধ মুনির অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেন।

একদিন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে, মুনি তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিতে। চ্যবন মুনির অনুরোধে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে নিয়ে একটি হ্রদে প্রবেশ করেন। সেই হ্রদ থেকে তাঁরা যখন বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁরা তিনজনই সমান রূপ ও যৌবনসম্পন্ন হন। তখন সুকন্যা তাঁর স্বামীকে চিনতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্বামী মনে করে তাঁদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার সতীত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর চ্যবন মুনি শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করার অধিকার প্রদান করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তার ফলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি শর্যাতির কোন ক্ষতি করতে পারেননি। এই সময় থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞে সোমরসের ভাগ গ্রহণে সমর্থ হন।

শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র হয়। আনর্তের পুত্র রেবত। রেবতের একশত পুত্রের মধ্যে ককুদ্মী ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই ককুদ্মী ব্রহ্মার উপদেশে তাঁর কন্যা রেবতীকে বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বলদেবকে দান করেন। তারপর ককুদ্মী গৃহস্থ-আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করে তপস্যা করার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

**শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ সম্বভূব হ।
যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরূচিবান্ ॥ ১ ॥**

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **শর্যাতিঃ**—শর্যাতি নামক রাজা; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **রাজা**—শাসক; **ব্রহ্মিষ্ঠঃ**—বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ; **সম্বভূব হ**—তাই তিনি হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **বা**—অথবা; **অঙ্গিরসাম্**—অঙ্গিরার বংশধরদের; **সত্রে**—যজ্ঞে; **দ্বিতীয়ম্ অহঃ**—দ্বিতীয় দিনের কর্তব্য; **ঊচিবান্**—বর্ণনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! মনুর আর এক পুত্র শর্যাতি ছিলেন পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত রাজা। তিনি অঙ্গিরার বংশধরদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

**সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা।
তয়া সার্ধং বনগতো হ্যগমচ্চ্যবনাশ্রমম্ ॥ ২ ॥**

সুকন্যা—সুকন্যা; **নাম**—নামক; **তস্য**—তাঁর (শর্যাতির); **আসীৎ**—ছিল; **কন্যা**—একটি কন্যা; **কমল-লোচনা**—কমলনয়না; **তয়া সার্ধম্**—তাঁকে সঙ্গে নিয়ে; **বন-গতঃ**—বনে প্রবেশ করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অগমৎ**—গিয়েছিলেন; **চ্যবন-আশ্রমম্**—চ্যবন মুনির আশ্রমে।

অনুবাদ

শর্যাতির সুকন্যা নামক এক অতি সুন্দরী কমলনয়না কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করে, রাজা শর্যাতি চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

**সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে।
বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী ॥ ৩ ॥**

সা—সেই সুকন্যা; **সখীভিঃ**—তাঁর সখীদের দ্বারা; **পরিবৃতা**—পরিবৃত হয়ে; **বিচিন্বন্তী**—সংগ্রহ করে; **অঙ্ঘ্রিপান্**—গাছ থেকে ফুল এবং ফল; **বনে**—বনে; **বল্মীক-রন্ধ্রে**—বল্মীকের গর্তে; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **খদ্যোতে**—দুটি জোনাকির মতো; **ইব**—সদৃশ; **জ্যোতিষী**—দুটি জ্যোতির্ময় পদার্থ।

অনুবাদ

সেই সুকন্যা যখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা হয়ে বনে গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন, তখন তিনি একটি বল্মীকের গর্তে জোনাকির মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ ।
অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহিঃ ॥ ৪ ॥

তে—সেই দুটি; **দৈব-চোদিতা**—যেন দৈবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে; **বালা**—সেই যুবতী কন্যা; **জ্যোতিষী**—সেই বল্মীকের গর্তে জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি; **কণ্টকেন**—কণ্টকের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **অবিধ্যৎ**—বিদ্ধ করেছিলেন; **মুগ্ধ-ভাবেন**—যেন অজ্ঞানতাবশত; **সুস্রাব**—নির্গত হয়েছিল; **অসৃক্**—রক্ত; **ততঃ**—সেখান থেকে; **বহিঃ**—বাইরে।

অনুবাদ

দৈবের প্রেরণাবশতই যেন সেই কন্যা মুগ্ধা হয়ে একটি কাঁটার দ্বারা সেই জ্যোতির্ময় পদার্থ দুটি বিদ্ধ করেছিলেন, এবং বিদ্ধ হওয়া মাত্রই সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল।

শ্লোক ৫

শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাং চ তৎক্ষণাৎ ।
রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শকৃৎ—মল; **মূত্র**—এবং মূত্রের; **নিরোধঃ**—নিরোধ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সৈনিকানাম্**—সমস্ত সৈনিকদের; **চ**—এবং; **তৎক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **রাজর্ষিঃ**—রাজা;

তম্ উপালক্ষ্য—তা দর্শন করে; **পুরুষান্**—তাঁর অনুচরদের; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সৈন্যদের মল-মূত্র নিরুদ্ধ হয়েছিল। তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শর্যাতি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন।

শ্লোক ৬

অপ্যভদ্রং ন যুষ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্ ।
ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্ ॥ ৬ ॥

অপি—ও; **অভদ্রম্**—কোন অপরাধ; **নঃ**—আমাদের মধ্যে; **যুষ্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভার্গবস্য**—চ্যবন মুনির; **বিচেষ্টিতম্**—করা হয়েছে; **ব্যক্তম্**—এখন তা স্পষ্ট হয়েছে; **কেন অপি**—কারও দ্বারা; নঃ—আমাদের মধ্যে; **তস্য**—তাঁর (চ্যবন মুনির); **কৃতম্**—করা হয়েছে; **আশ্রম-দূষণম্**—আশ্রমকে কলুষিত করেছে।

অনুবাদ

কি আশ্চর্য! আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনির কোন অনিষ্ট করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই আশ্রমকে কলুষিত করেছে।

শ্লোক ৭

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া ।
দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ ॥ ৭ ॥

সুকন্যা—সুকন্যা নামক বালিকা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **ভীতা**—ভীতা হয়ে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দ্বে**—দুটি; **জ্যোতিষী**—জ্যোতির্ময় পদার্থ; **অজানন্ত্যা**—অজ্ঞানতাবশত; **নির্ভিন্নে**—বিদ্ধ করেছি; **কণ্টকেন**—কণ্টকের দ্বারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

সুকন্যা তখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "আমি কিছু অন্যায় করেছি, কারণ আমি না জেনে একটি কণ্টকের দ্বারা দুটি জ্যোতি বিদীর্ণ করেছি।"

শ্লোক ৮

দুহিতুস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ ।
মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ ॥ ৮ ॥

দুহিতুঃ—তাঁর কন্যার; **তৎ বচঃ**—সেই কথা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **শর্যাতিঃ**—রাজা শর্যাতি; **জাত-সাধ্বসঃ**—ভীত হয়েছিলেন; **মুনিম্**—চ্যবন মুনিকে; **প্রসাদয়াম্ আস**—প্রসন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন; **বল্মীক-অন্তর্হিতম্**—যিনি বল্মীকের ভিতরে বসেছিলেন; **শনৈঃ**—ক্রমশ।

অনুবাদ

তাঁর কন্যার সেই উক্তি শ্রবণ করে রাজা শর্যাতি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, এবং তিনি নানাভাবে স্তবস্তুতির দ্বারা বল্মীকের মধ্যে অবস্থিত চ্যবন মুনিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্ দুহিতরং মুনেঃ ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥ ॥

তৎ—চ্যবন মুনির; **অভিপ্রায়ম্**—উদ্দেশ্য; **আজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **প্রাদাৎ**—সমর্পণ করেছিলেন; **দুহিতরম্**—তাঁর কন্যাকে; **মুনেঃ**—চ্যবন মুনিকে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—অতি কষ্টে; **মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **তম্**—সেই মুনির; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি গ্রহণ করে; **পুরম্**—তাঁর প্রাসাদে; **প্রায়াৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সমাহিতঃ**—অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

সংযত চিত্ত শর্যাতি চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাঁকে তাঁর কন্যা সমর্পণ করেছিলেন, এবং অতি কষ্টে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মুনির অনুমতি গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজা তাঁর কন্যার বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি চ্যবনকে বলেছিলেন কিভাবে তাঁর কন্যা অজ্ঞাতসারে সেই অপরাধ করেছিলেন। মুনি তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন

তার কন্যার বিবাহ হয়েছে কি না। রাজা এইভাবে চ্যবন মুনির মনের কথা বুঝতে পেরে (*তদভিপ্রায়মাজ্ঞায়*), তৎক্ষণাৎ মুনিকে তাঁর কন্যা দান করে অভিশপ্ত হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সেই মুনির অনুমতি গ্রহণ করে রাজা গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্ ।
প্রীণয়ামাস চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ ॥ ১০ ॥

সুকন্যা—মহারাজ শর্যাতির কন্যা সুকন্যা; **চ্যবনম্**—মহর্ষি চ্যবন মুনিকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পতিম্**—পতিরূপে; **পরম-কোপনম্**—অত্যন্ত উগ্র স্বভাব; **প্রীণয়াম্ আস**—তাঁর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন; **চিত্ত-জ্ঞা**—তাঁর পতির মনের ভাব অবগত হয়ে; **অপ্রমত্তা অনুবৃত্তিভিঃ**—অত্যন্ত সাবধানে তাঁর সেবা সম্পাদন করে।

অনুবাদ

অত্যন্ত উগ্র স্বভাব চ্যবন মুনিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা তাঁর হৃদয়গত ভাব অবগত হয়ে, অত্যন্ত সাবধানে সেই অনুসারে কার্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এটি পতি-পত্নীর সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত। চ্যবন মুনির মতো ব্যক্তি সর্বদাই শ্রেষ্ঠ পদে থাকতে চান। এই ধরনের ব্যক্তি কখনও কারও অধীন হতে পারেন না। তাই চ্যবন মুনির স্বভাব ছিল অত্যন্ত উগ্র। তাঁর পত্নী সুকন্যা তাঁর মনোভাব বুঝতে পারতেন, এবং সেই অনুসারে তিনি আচরণ করতেন। কোন পত্নী যদি তার পতির সঙ্গে সুখে থাকতে চায়, তা হলে তাকে তার পতির মনোভাব বুঝে তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করা উচিত। এটি নারীর গৌরব। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের আচরণেও তা দেখা যায়; যদিও তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজকন্যা, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দাসীর মতো আচরণ করতেন। নারী যতই মহান হোন না কেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এইভাবে তাঁর পতির সেবা করা; অর্থাৎ, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পতির আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং সর্ব অবস্থাতেই তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা। তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হবে। পত্নী যখন পতির মতো উগ্র স্বভাব হয়, তখন তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং চরমে তাদের বিচ্ছেদ হয়। আধুনিক যুগে

পত্নীরা মোটেই পতির অনুগত নয়, এবং তার ফলে সহজেই তাদের গৃহস্থজীবন ভেঙ্গে যায়। হয় পতি নতুবা পত্নী বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনের সুযোগ নেয়। বৈদিক নীতি অনুসারে কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ বলে কোন আইন নেই, এবং স্ত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে পতির ইচ্ছার অনুবর্তী হতে হয়। পাশ্চাত্যের মানুষেরা মনে করে যে, এটি পত্নীর দাসত্বের মনোভাব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; এটি পতির হৃদয় জয় করার কৌশল, তা সেই পতি যতই উগ্র স্বভাব অথবা নিষ্ঠুর হোক না কেন। এই ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, চ্যবন মুনি যুবক ছিলেন না, তিনি সুকন্যার পিতামহ হওয়ার যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোপন, কিন্তু তবুও সুন্দরী রাজকন্যা সুকন্যা তাঁর বৃদ্ধ পতির অনুগত হয়ে সর্বতোভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে তিনি ছিলেন একজন পতিব্রতা সতী নারী।

শ্লোক ১১

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ ।
তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ ॥ ১১ ॥

কস্যচিৎ—কিছু (কাল) পরে; **তু**—কিন্তু; **অথ**—এইভাবে; **কালস্য**—সময় অতিবাহিত হলে; **নাসত্যৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **আশ্রম**—চ্যবন মুনির আশ্রমে; **আগতৌ**—এসেছিলেন; **তৌ**—তাঁদের দুজনকে; **পূজয়িত্বা**—শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে; **প্রোবাচ**—বলেছিলেন; **বয়ঃ**—যৌবন; **মে**—আমাকে; **দত্তম্**—দয়া করে দান করুন; **ঈশ্বরৌ**—কারণ আপনারা দুজনে তা করতে সমর্থ।

অনুবাদ

তারপর, কিছুকাল গত হলে, স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। চ্যবন মুনি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যৌবনত্ব প্রদান করতে, কারণ তাঁরা যৌবন দানে সমর্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় অতি বৃদ্ধকে পর্যন্ত যৌবন দান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান যোগীরা তাঁদের যোগশক্তির বলে মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারেন, যদি সেই দেহ অক্ষুণ্ণ থাকে। শুক্রাচার্যের বলি মহারাজের সৈন্যদের

পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মৃতদেহে প্রাণ অথবা বৃদ্ধ দেহে যৌবন ফিরিয়ে আনতে পারে না, কিন্তু এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার মাধ্যমে এই প্রকার চিকিৎসা সম্ভব। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ধন্বন্তরির মতো আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শী। জড় বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই এখনও অপূর্ণতা রয়ে গেছে, এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি লাভের জন্য তাদের বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া। এই সিদ্ধি লাভ করতে হলে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য, যা হচ্ছে বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল (*নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্*)।

শ্লোক ১২

গ্রহং গ্রহীষ্যে সোমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ ।
ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্ ॥ ১২ ॥

গ্রহম্—পূর্ণ পাত্র; **গ্রহীষ্যে**—আমি প্রদান করব; **সোমস্য**—সোমরসের; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **বাম্**—আপনাদের দুজনকে; **অপি**—যদিও; **অসোম-পোঃ**—সোমরস পানে বঞ্চিত আপনাদের দুজনের; **ক্রিয়তাম্**—করুন; **মে**—আমার; **বয়ঃ**—যৌবন; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **প্রমদানাম্**—স্ত্রীজাতির; **যৎ**—যা; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত।

অনুবাদ

চ্যবন মুনি বললেন—যদিও আপনারা যজ্ঞে সোমরস পানে বঞ্চিত, আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। দয়া করে আপনারা আমাকে রূপ এবং যৌবন সম্পাদন করে দিন, কারণ তা যুবতী রমণীদের আকৃষ্ট করে।

শ্লোক ১৩

বাঢ়মিত্যূচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষক্তমৌ ।
নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্মিতে ॥ ১৩ ॥

বাঢ়ম্—হ্যাঁ, আমরা তাই করব; **ইতি**—এইভাবে; **ঊচতুঃ**—চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করে তাঁরা উভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ চ্যবন মুনিকে; **অভিনন্দ্য**—তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে; **ভিষক্-তমৌ**—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ

অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নিমজ্জতাম্**—নিমগ্ন হোন; **ভবান্**—আপনি; **অস্মিন্**—এই; **হ্রদে**—সরোবরে; **সিদ্ধ-বিনির্মিতে**—যা বিশেষ করে সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভের জন্য।

অনুবাদ

চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে চ্যবন মুনির প্রস্তাব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, "এই সিদ্ধ সরোবরে আপনি নিমগ্ন হোন।" (এই সরোবরে যে স্নান করে তার বাসনা পূর্ণ হয়)।

শ্লোক ১৪

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্তদেহো ধমনিসন্ততঃ ।
হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি উক্তঃ—এইভাবে বলে; **জরয়া**—বার্ধক্য এবং জরার দ্বারা; **গ্রস্ত-দেহঃ**—এইভাবে আক্রান্ত দেহ; **ধমনি-সন্ততঃ**—যাঁর দেহের সর্বত্র ধমনীগুলি দেখা যাচ্ছিল; **হ্রদম্**—হ্রদে; **প্রবেশিতঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অশ্বিভ্যাম্**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাহায্যে; **বলী-পলিত-বিগ্রহঃ**—লোলচর্ম এবং শুভ্র কেশ সমন্বিত যাঁর দেহ।

অনুবাদ

এই কথা বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণ শরীর বলীপলিত দেহ অতি বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে নিয়ে হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

চ্যবন মুনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে, তিনি একা হ্রদে প্রবেশ করতে পারতেন না। তাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে দুদিক থেকে ধরে তিনজনই হ্রদে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীব্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ।
পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ ॥ ১৫ ॥

পুরুষাঃ—পুরুষ; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **উত্তস্থুঃ**—(হ্রদ থেকে) উঠে এলেন; **অপীব্যাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর; **বনিতা-প্রিয়াঃ**—রমণীদের কাছে পুরুষ যেভাবে অত্যন্ত

আকর্ষণীয় হন; **পদ্ম-স্রজঃ**—পদ্মফুলের মালায় শোভিত; **কুণ্ডলিনঃ**—কুণ্ডলধারী; **তুল্য-রূপাঃ**—তাঁদের সকলের দেহের আকৃতি একই রকম; **সু-বাসসঃ**—অতি সুন্দর বসনে ভূষিত।

অনুবাদ

তারপর, সেই হ্রদ থেকে অতি সুন্দর তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পরম সুন্দর পদ্মমালা, কুণ্ডল এবং সুন্দর বসনে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সৌন্দর্য বিশিষ্ট।

শ্লোক ১৬

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্যবর্চসঃ ।
অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ ॥ ১৬ ॥

তান্—তাঁদের; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বর-আরোহা**—সেই সুন্দরী সুকন্যা; **সরূপান্**—তাঁরা সকলেই সমান সুন্দর; **সূর্য-বর্চসঃ**—সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় দেহ সমন্বিত; **অজানতী**—না জেনে; **পতিম্**—তাঁর পতি; **সাধ্বী**—সেই সতী; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদের; **শরণম্**—শরণ; **যযৌ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা কে যে অশ্বিনীকুমার এবং কে তাঁর পতি তা বুঝতে পারলেন না, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সুন্দর। কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে, তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সুকন্যা তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে তাঁর পতিরূপে মনোনীত করতে পারতেন, কারণ তাঁদের পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা, তাই তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাঁকে বলে দেন কে তাঁর প্রকৃত পতি। সতী তাঁর পতি ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বরণ করেন না, তা তিনি যতই সুন্দর এবং গুণবান হোন না কেন।

শ্লোক ১৭

দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ ।
ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭ ॥

দর্শয়িত্বা—দেখিয়ে দিয়ে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **তস্যৈ**—সুকন্যাকে; **পাতিব্রত্যেন**—তাঁর গভীর পাতিব্রত্যের ফলে; **তোষিতৌ**—তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **ঋষিম্**—চ্যবন মুনিকে; **আমন্ত্র্য**—তাঁর অনুমতি নিয়ে; **যযতুঃ**—তাঁরা চলে গিয়েছিলেন; **বিমানেন**—তাঁদের নিজেদের বিমানে; **ত্রিবিষ্টপম্**—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম দর্শন করে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পতিকে দেখিয়ে দিয়ে ও চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে তাঁরা তাঁদের বিমানে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

যক্ষ্যমাণোঽথ শর্যাতিশ্চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ ।
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্যবর্চসম্ ॥ ১৮ ॥

যক্ষ্যমাণঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে; **অথ**—তারপর; **শর্যাতিঃ**—রাজা শর্যাতি; **চ্যবনস্য**—চ্যবন মুনির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **গতঃ**—গিয়ে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **পার্শ্বে**—পাশে; **পুরুষম্**—একটি পুরুষ; **সূর্যবর্চসম্**—সূর্যের মতো তেজস্বী এবং সুন্দর।

অনুবাদ

তারপর, রাজা শর্যাতি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক অতি সুন্দর যুবককে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্ ।
আশিষশ্চাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতিমনা ইব ॥ ১৯ ॥

রাজা—রাজা (শর্যাতি); **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **প্রাহ**—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কৃত-পাদ-অভিবন্দনাম্**—যিনি তাঁর পিতাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ করে; **চ**—এবং; **অপ্রযুঞ্জানঃ**—কন্যাকে প্রদান না করে; **ন**—না; **অতি-প্রীতি-মনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

তাঁর কন্যা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেও, রাজা শর্যাতি তাঁকে আশীর্বাদ না করে অসন্তুষ্ট চিত্তে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২০

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া
প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ ।
যৎ ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং
বিহায় জারং ভজসেঽমুমধ্বগম্ ॥ ২০ ॥

চিকীর্ষিতম্—যা তুমি করতে চেয়েছ; **তে**—তোমার; **কিম্ ইদম্**—কি প্রকার; **পতিঃ**—পতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **প্রলম্ভিতঃ**—প্রতারিত হয়েছেন; **লোক-নমস্কৃতঃ**—সকলের পূজ্য; **মুনিঃ**—এক মহান ঋষি; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—তুমি; **জরা-গ্রস্তম্**—অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অথর্ব; **অসতি**—হে অসতি; **অসম্মতম্**—আকর্ষণীয় নয়; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **জারম্**—উপপতিকে; **ভজসে**—তুমি গ্রহণ করেছ; **অমুম্**—এই ব্যক্তি; **অধ্বগম্**—পথের ভিক্ষুকের তুল্য।

অনুবাদ

হে অসতী! তুমি কি করতে অভিলাষী হয়েছ? তুমি সর্বজনপূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় পতিকে প্রতারণা করেছ, যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্ত, তাই তুমি অপ্রিয় পতিকে পরিত্যাগ করে এই যুবকটিকে উপপতিরূপে বরণ করেছ, যে ঠিক একটি পথের ভিক্ষুকের মতো।

তাৎপর্য

শর্যাতির এই উক্তিটি বৈদিক সংস্কৃতির মূল্য প্রদর্শন করে। ঘটনাচক্রে সুকন্যার এমন এক পতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল যিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ। যেহেতু চ্যবন

মুনি ছিলেন জরাগ্রস্ত এবং অতি বৃদ্ধ, তাই তিনি অবশ্যই রাজা শর্যাতির সুন্দরী কন্যার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা চেয়েছিলেন সুকন্যা যেন তাঁর পতির অনুগত হয়। তিনি যখন তাঁর কন্যাকে অন্য কোন পুরুষকে বরণ করতে দেখেন, এমন কি সেই ব্যক্তিটি এক অতি সুন্দর যুবক হলেও, তিনি তাঁর কন্যাকে অসতী বলে তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর কন্যা তাঁর পতির উপস্থিতিতে অন্য আর একটি পুরুষকে বরণ করেছেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, কোন যুবতীর যদি বৃদ্ধ পতির সঙ্গেও বিবাহ হয়, তবুও তার কর্তব্য হচ্ছে শ্রদ্ধা সহকারে পতির সেবা করা। একেই বলে পাতিব্রত্য। এমন নয় যে পতিকে পছন্দ না হলে, সে তাকে ত্যাগ করে অন্য কোন পুরুষকে গ্রহণ করতে পারে। সেটি বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, কন্যাকে তার পিতা-মাতা যে পতির হস্তে সমর্পণ করেন তাঁকেই বরণ করতে হয় এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হয়। তাই রাজা শর্যাতি সুকন্যার পাশে এক যুবককে দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং
কুলপ্রসূতে কুলদূষণং ত্বিদম্ ।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং
পিতুশ্চ ভর্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ ॥ ২১ ॥

কথম্—কিভাবে; **মতিঃ তে**—তোমার মতি; **অবগতা**—অধোগামী হয়েছে; **অন্যথা**—তা না হলে; **সতাম্**—অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়; **কুল-প্রসূতে**—সেই পরিবারে জাত আমার কন্যা; **কুল-দূষণম্**—কুলের কলঙ্কদায়ক; **তু**—কিন্তু; **ইদম্**—এই; **বিভর্ষি**—তুমি ভজনা করছ; **জারম্**—এক উপপতিকে; **যৎ**—যেমন; **অপত্রপা**—নির্লজ্জ; **কুলম্**—কুল; **পিতুঃ**—তোমার পিতার; **চ**—এবং; **ভর্তুঃ**—তোমার পতির; **চ**—এবং; **নয়সি**—তুমি নিয়ে যাচ্ছ; **অধঃ তমঃ**—অন্ধকার নরকে অধঃপতিত করছ।

অনুবাদ

হে কন্যা, তুমি এক সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার মতি এইভাবে অধোগামী হল কিভাবে? তুমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো এক উপপতির ভজনা করছ? তার ফলে তুমি তোমার পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলকেই ঘোর নরকে পতিত করলে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বৈদিক সংস্কৃতিতে সকলেই জানতেন, কোন স্ত্রী যদি তার পতির উপস্থিতিতে এক উপপতি অথবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, তা হলে সে পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলেরই অধঃপতনের কারণ হয়। এই সম্পর্কে বৈদিক সংস্কৃতির নিয়ম আজও সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পরিবারে পালন করা হয়; কেবল শূদ্রেরাই এই ব্যাপারে অধঃপতিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য রমণীর পক্ষে বিবাহিত পতির উপস্থিতিতে আর একজন পতি গ্রহণ করা অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা কিংবা উপপতি গ্রহণ করা বৈদিক সংস্কৃতিতে গর্হিত। তাই রাজা শর্যাতি যিনি চ্যবন মুনির রূপান্তরের কথা জানতেন না, তিনি তাঁর কন্যার ব্যবহার দর্শন করে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা ।
উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—কটুবাক্য প্রয়োগকারী; **পিতরম্**—পিতাকে; **স্ময়মানা**—সতীত্বের গর্বে গর্বিতা হয়ে; **শুচিস্মিতা**—হেসে; **উবাচ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তাত**—হে পিতা; **জামাতা**—জামাতা; **তব**—আপনার; **এষঃ**—এই যুবকটি; **ভৃগু-নন্দনঃ**—চ্যবন মুনি ছাড়া অন্য কেউ নন।

অনুবাদ

সুকন্যা কিন্তু তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিতা হয়ে হেসে এই প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগকারী পিতাকে বললেন, "হে পিতঃ! আমার পার্শ্বস্থিত এই ব্যক্তিটি আপনারই জামাতা ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।"

তাৎপর্য

কন্যা একজন উপপতি বরণ করেছে বলে মনে করে পিতা তাকে তিরস্কার করলেও তাঁর কন্যা জানতেন যে, তিনি ছিলেন পতিব্রতা সতী, তাই তিনি হেসেছিলেন। তিনি যখন বলেছিলেন যে, তাঁর পতি চ্যবন মুনি এখন একজন যুবকে পরিণত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর সতীত্বের গর্বে গর্বিত বোধ করেছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলার সময় হেসেছিলেন।

শ্লোক ২৩

শশংস পিত্রে তৎ সর্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্ ।
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে ॥ ২৩ ॥

শশংস—তিনি বর্ণনা করেছিলেন; **পিত্রে**—তাঁর পিতাকে; **তৎ**—তা; **সর্বম্**—সব কিছু; **বয়ঃ**—বয়সের; **রূপ**—এবং রূপের পরিবর্তন; **অভিলম্ভনম্**—(তাঁর পতির দ্বারা) কিভাবে সাধিত হয়েছিল; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে; **পরম-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন; **তনয়াম্**—তাঁর কন্যার প্রতি; **পরিষস্বজে**—স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।

অনুবাদ

এই বলে সুকন্যা তাঁর পিতাকে চ্যবনের রূপ এবং যৌবন প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তা শুনে শর্যাতি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে কন্যাকে স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৪ ॥

সোমেন—সোমের দ্বারা; **যাজয়ন্**—যজ্ঞ করিয়েছিলেন; **বীরম্**—রাজা (শর্যাতি); **গ্রহম্**—পূর্ণ পাত্র; **সোমস্য**—সোমরসের; **চ**—ও; **অগ্রহীৎ**—প্রদান করেছিলেন; **অসোম-পোঃ**—যাঁদের সোমরস পান করার অধিকার ছিল না; **অপি**—যদিও; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **চ্যবনঃ**—চ্যবন মুনি; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

চ্যবন মুনি তাঁর শক্তিবলে রাজা শর্যাতিকে দিয়ে সোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যদিও সোমরস পানে অধিকার ছিল না, তবুও মুনি তাঁদের সোমরসের পূর্ণপাত্র প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

হন্তুং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ ।
সবজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ ॥ ২৫ ॥

হন্তুম্—হত্যা করতে; **তম্**—তাঁকে (চ্যবন মুনিকে); **আদদে**—ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন; **বজ্রম্**—তাঁর বজ্র; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ, **মন্যুঃ**—মহা ক্রোধে, বিচার না করেই; **অমর্ষিতঃ**—অত্যন্ত বিচলিত হয়ে; **স-বজ্রম্**—বজ্রসহ; **স্তম্ভয়াম্ আস**—কর্মশক্তি রহিত, স্তব্ধ; **ভুজম্**—বাহু; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **ভার্গবঃ**—ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনি।

অনুবাদ

ইন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে চ্যবন মুনিকে হত্যা করার জন্য তাঁর বজ্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চ্যবন মুনি তাঁর শক্তির বলে বজ্রসহ ইন্দ্রের হস্ত নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অন্বজানংস্ততঃ সর্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ ।
ভিষজাবিতি যৎ পূর্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ ॥ ২৬ ॥

অন্বজানন্—অনুমোদিত হয়ে; **ততঃ**—তারপর; **সর্বে**—সমস্ত দেবতারা; **গ্রহম্**—পূর্ণ পাত্র; **সোমস্য**—সোমরসের; **চ**—ও; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের; **ভিষজৌ**—যদিও তাঁরা ছিলেন কেবল চিকিৎসক; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **পূর্বম্**—পূর্বে; **সোম-আহুত্যা**—সোমযজ্ঞের ভাগ; **বহিষ্কৃতৌ**—বঞ্চিত ছিলেন।

অনুবাদ

যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক বলে যজ্ঞে সোমরস পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও সেই সময় থেকে দেবতারা তাঁদের সোমরস পান করতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

উত্তানবর্হিরানর্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ ।
শর্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্তাদ্ রেবতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥

উত্তানবর্হিঃ—উত্তানবর্হি; **আনর্তঃ**—আনর্ত; **ভূরিষেণঃ**—ভূরিষেণ; **ইতি**—এই প্রকার; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **শর্যাতেঃ**—রাজা শর্যাতির; **অভবন্**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **আনর্তাৎ**—আনর্ত থেকে; **রেবতঃ**—রেবত; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা শর্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ নামক তিনটি পুত্র ছিল। আনর্ত থেকে রেবতের জন্ম হয়।

শ্লোক ২৮

সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্মায় কুশস্থলীম্ ।
আস্থিতোঽভুঙ্‌ক্ত বিষয়ানানর্তাদীনরিন্দম ।
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

সঃ—রেবত; **অন্তঃ-সমুদ্রে**—সমুদ্রের মধ্যে; **নগরীম্**—নগরী; **বিনির্মায়**—নির্মাণ করে; **কুশস্থলীম্**—কুশস্থলী নামক; **আস্থিতঃ**—সেখানে বাস করতেন; **অভুঙ্‌ক্ত**—জড় সুখ উপভোগ করেছিলেন; **বিষয়ান্**—রাজ্য; **আনর্ত-আদীন্**—আনর্ত আদি; **অরিন্দম**—হে শত্রুনাশন মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তস্য**—তাঁর; **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **ককুদ্মি-জ্যেষ্ঠম্**—তাঁদের মধ্যে ককুদ্মী ছিলেন জ্যেষ্ঠ; **উত্তমম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যবান।

অনুবাদ

হে শত্রুনাশন মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামক একটি নগরী নির্মাণপূর্বক সেখানে বাস করে আনর্ত প্রভৃতি দেশ পালন করতেন। তাঁর একশত অতি উত্তম পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী।

শ্লোক ২৯

ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ ।
পুত্র্যাবরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃতম্ ॥ ২৯ ॥

ককুদ্মী—রাজা ককুদ্মী; **রেবতীম্**—রেবতী নামক; **কন্যাম্**—ককুদ্মীর কন্যা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **বিভুম্**—ব্রহ্মার কাছে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **পুত্র্যাঃ**—তাঁর কন্যার; **বরম্**—পতি; **পরিপ্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করতে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **অপাবৃতম্**—তিন গুণের অতীত।

অনুবাদ

ককুদ্মী তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর কন্যার পতি কে হবে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রকৃতির তিনগুণের অতীত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা অনুসারে মনে হয় যে, ব্রহ্মার ধাম ব্রহ্মলোক জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত (অপ্রাকৃতম্)।

শ্লোক ৩০

আবর্তমানে গান্ধর্বে স্থিতোহলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্ ।
তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

আবর্তমানে—নিযুক্ত থাকার ফলে; **গান্ধর্বে**—গন্ধর্বদের সঙ্গীত শ্রবণে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **অলব্ধ-ক্ষণঃ**—কথা বলার সময় হয়নি; **ক্ষণম্**—ক্ষণকালও; **তৎ-অন্তে**—তা যখন শেষ হয়েছিল; **আদ্যম্**—ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু ব্রহ্মাকে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **স্ব-অভিপ্রায়ম্**—তাঁর বাসনা; **ন্যবেদয়ৎ**—ককুদ্মী নিবেদন করেছিলেন।

অনুবাদ

ককুদ্মী যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা গন্ধর্বদের গীতবাদ্য শ্রবণ করছিলেন এবং তাই ক্ষণকালের জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি। সেই জন্য ককুদ্মী প্রতীক্ষা করেছিলেন, এবং গীতবাদ্যের অবসানে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ ।
অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **প্রহস্য**—হেসে; **তম্**—রাজা ককুদ্মীকে; **উবাচ হ**—বলেছিলেন; **অহো**—আহা; **রাজন্**—হে রাজন্; **নিরুদ্ধাঃ**—গত হয়েছে; **তে**—তারা সকলে; **কালেন**—কালের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **যে**—তারা সকলে; **কৃতাঃ**—তোমার জামাতারূপে যাদের তুমি স্থির করেছিলে।

অনুবাদ

তাঁর কথা শুনে পরম শক্তিমান ব্রহ্মা উচ্চহাস্য সহকারে ককুদ্মীকে বলেছিলেন, "হে রাজন্, তুমি মনে মনে যাদের তোমার জামাতারূপে স্থির করেছিলে, তারা সকলেই কালের প্রভাবে গত হয়েছে।"

শ্লোক ৩২

তৎ পুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে ।
কালোঽভিযাতস্ত্রিণবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ—সেখানে; **পুত্র**—পুত্রদের; **পৌত্র**—পৌত্রদের; **নপ্তৃণাম্**—এবং বংশধরদের; **গোত্রাণি**—গোত্র; **চ**—ও; **ন**—না; **শৃণ্মহে**—শুনতে পাবে; **কালঃ**—কাল; **অভিযাতঃ**—গত হয়েছে; **ত্রি**—তিন; **নব**—নয়; **চতুর্যুগ**—চতুর্যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি); **বিকল্পিতঃ**—পরিমিত।

অনুবাদ

সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। যাদের তুমি মনে মনে স্থির করেছিলে তারা এখন গত হয়েছে, এমন কি তাদের পুত্র, পৌত্র এবং গোত্রাদির নাম পর্যন্ত তুমি শুনতে পাবে না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর হয় অথবা এক হাজার মহাযুগ হয়। ব্রহ্মা রাজা ককুদ্মীকে বলেছিলেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চতুর্যুগ সমন্বিত সাতাশটি মহাযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই যুগে যে সমস্ত রাজা এবং মহান ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কথা সকলে ভুলে গেছে। এইভাবে কাল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ৩৩

তদ্ গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ ।
কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—অতএব; **গচ্ছ**—যাও; **দেব-দেব-অংশ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু যাঁর অংশ; **বলদেবঃ**—বলদেব; **মহাবলঃ**—পরম বলবান; **কন্যা-রত্নম্**—তোমার সুন্দরী কন্যাকে; **ইদম্**—এই; **রাজন্**—হে রাজন্; **নর-রত্নায়**—নিত্য যৌবনসম্পন্ন ভগবানকে; **দেহি**—প্রদান কর; **ভোঃ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তুমি যাও, দেবদেব বিষ্ণু যাঁর অংশ সেই মহাবলী বলদেব এখন সেখানে বিরাজ করছেন, তোমার এই কন্যারত্নটি সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর।

শ্লোক ৩৪

ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ॥ ৩৪ ॥

ভুবঃ—পৃথিবীর; **ভার-অবতারায়**—ভার হরণ করার জন্য; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী; **অবতীর্ণঃ**—এখন তিনি অবতরণ করেছেন; **নিজ-অংশেন**—তাঁর অংশসহ; **পুণ্য-শ্রবণ-কীর্তনঃ**—কেবল তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা যিনি পূজিত হন এবং যার ফলে মানুষ পবিত্র হয়।

অনুবাদ

শ্রীবলদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তিনি যেহেতু সমস্ত জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তিনি এখন ভূভার হরণ করার জন্য তাঁর অংশসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ৩৫

ইত্যাদিষ্টোঽভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ ।
ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্ ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্ববস্থিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—ব্রহ্মার দ্বারা আদেশ প্রাপ্ত হয়ে; **অভিবন্দ্য**—প্রণাম নিবেদন করে; **অজম্**—ব্রহ্মাকে; **নৃপঃ**—রাজা; **স্ব-পুরম্**—তাঁর বাসস্থানে; **আগতঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **ত্যক্তম্**—যা শূন্য ছিল; **পুণ্যজন**—উচ্চতর জীবদের; **ত্রাসাৎ**—ভয়ে; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভাইদের দ্বারা; **দিক্ষু**—বিভিন্ন দিকে; **অবস্থিতৈঃ**—অবস্থান করছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, ককুদ্মী তাঁকে প্রণাম করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুরী শূন্য, কারণ তাঁর ভায়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যক্ষ আদি উচ্চতর জীবদের ভয়ে পুরী পরিত্যাগ করে চতুর্দিকে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ৩৬

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে ।
বদর্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩৬ ॥

সুতাম্—তাঁর কন্যাকে; **দত্ত্বা**—সম্প্রদান করে; **অনবদ্য-অঙ্গীম্**—পরমা সুন্দরী; **বলায়**—শ্রীবলদেবকে; **বলশালিনে**—পরম শক্তিশালী; **বদরী-আখ্যম্**—বদরিকাশ্রম নামক; **গতঃ**—তিনি গিয়েছিলেন; **রাজা**—রাজা; **তপ্তুম্**—তপস্যা করার জন্য; **নারায়ণ-আশ্রমম্**—নর-নারায়ণের আশ্রমে।

অনুবাদ

তারপর রাজা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরম শক্তিশালী শ্রীবলদেবকে সমর্পণ করে, নর-নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।